আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ৩২৬

৫. সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১০) মসজিদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখা এবং তাতে বসে থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ

الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها

আরবী

(صحيح) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ ظِلُّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ الْعَادِلُ وَالشابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنفق يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه

رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

বাংলা

৩২৬. (সহীহ্) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে একথা বলতে শুনেছিঃ ’’আল্লাহ্ তাআ’লা সাত শ্রেণীর মানুষকে তাঁর ছায়ায় স্থান দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া[1] ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে নাঃ (১) ন্যায় পরায়ন শাসক[2], (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে প্রতিপালিত করেছে। (৩) যে লোকের অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে[3]। (৪) দু’জন লোক আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে। এই ভালবাসার উপর একত্রিত হয় এবং এর উপরেই একে অপর থেকে আলাদা হয়।[4] (৫) যে লোককে মর্যাদা সম্পন্ন ও সুন্দরী কোন নারী (ব্যভিচারের) জন্য আহবান করে কিন্তু সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি।[5] (৬) যে লোক এমন গোপনে সাদকা করে যে তার ডান হাত কি দান করে বাম হাত জানতে পারে না। (৭) যে লোক নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দু’চোখে অশ্রু ঝরায়।’’

(বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১ প্রমূখগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।)

ফুটনোট

[1] . এখানে আল্লাহর ছায়া বলতে তাঁর আয়ত্বাধীন ছায়া। অর্থাৎ তাঁর আরশের ছায়া। যেমনটি পরিস্কারভাবে অন্য

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দিন বলতে ক্বিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য। যেদিন মানুষ আল্লাহর রাববুল আলামীনের সামনে কবর থেকে দন্ডায়মান হবে। সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে। তার গরম প্রখর হবে। তারা ঘামের সাগরে হাবুডুবু খাবে। সে সময় আল্লাহর সুমহান আরশ ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।

[2] . যে শাসক বা গভর্ণর মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং তাদের মাঝে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই শাসক অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী বিচার-ফায়সালাকারী হতে হবে। অন্যথায় কখনই সে ন্যায়-নিষ্ঠাবান হতে পারবে না।

[3] . অর্থাৎ মসজিদকে ভালবাসে এবং অধিক হারে জামাতের সাথে মসজিদে নামায আদায় করে।

[4] . অর্থাৎ তারা আল্লাহর প্রতি ভালবাসার কারণেই একে অপরকে ভালবাসে এবং পরস্পরে মিলিত হয় ও তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যখন একজন অপরজন থেকে আলাদা হয় তখনও তাদের মাঝে আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অটুট ও বিরাজিত থাকে।

[5] . ‘আল্লাহকে ভয় করি’ একথা হয়তো সে মুখে উচ্চারণ করে বলে অথবা অন্তরে বলে। এখানে মর্যাদা সম্পন্ন ও সুন্দরী নারীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে তাদের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশী থাকে এবং তাদেরকে পাওয়াও সহজ সাধ্য হয় না।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88097

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন